দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 7 FEB 2005
পৃষ্ঠা - সম্পাদকীয় ৭

সাময়িক প্রসঙ্গ

সার্ক সম্মেলন বাতিলের জন্য আওয়ামী লীগই দায়ী

শামসুল আলম চৌধুরী

সার্ক সম্মেলন বাতিল হয়েছে। বহু সাজগোজ, আয়োজন, জনগণের কোটি কোটি টাকা নষ্ট, বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এই বাতিল ঘোষণা গোটা জাতিকে যেমনি করেছে স্তম্ভিত তেমনি করেছে সৎপ্রতিবেশী হিসেবে ভারতের বন্ধুসুলভ কার্যকলাপের উপর এনেছে যৌক্তিক অবিশ্বাস। তবে এর জন্য ভারতকে দোষারোপ করার চাইতে দেশবাসী আওয়ামী লীগকেই বেশী দোষারোপ করছে। আমিও একমত দেশবাসীর সাথে।

এই কারণে আগে আমাদের বিরোধী দলের নেত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলী বিশ্লেষণ করা দরকার। তার চরিত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য : যেভাবেই হোক না কেন ক্ষমতায় তাকে যেতেই হবে। এর জন্য রাতকে দিন আর দিনকে রাত বলতে দ্বিধা নাই। অনবরত বিএনপি সরকারকে বিশেষ করে বিএনপি নেত্রী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অশোভন ও অরাজনৈতিক ভাষায় বকাবকি করা, মিথ্যা দোষারোপ আর দেশে-বিদেশে তার সরকারের বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগ ও বদনাম করা। অবশ্যই এই কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তিনি সরকারের থাকলেও এই স্বভাবের ব্যতিক্রম হয় না।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : কোন বিদেশী প্রতিনিধি বাংলাদেশে এলে হোকনা তারা বিনিয়োগকারী, রাজনীতিবিদ কিংবা সরকার প্রধান, তিনি হরতাল ডাকবেন, ডেমনস্ট্রেশন দিবেন, নয়ত বা ডেলিগেশন নিয়ে যাবেন সরকার এবং দেশের বিরুদ্ধে বদনাম করার জন্য। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার কথাটি এর চাইতে আর বেশী সঠিকভাবে কোথাও প্রযোজ্য হতে পারে না। এইভাবে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে গিয়ে দেশের যে সর্বনাশ হচ্ছে এই কথাটি আওয়ামী লীগ

না। তার একটি মাত্র ভাবনা : যে কৌশলে, যেভাবেই পারি না কেন ক্ষমতায় যেতে হবে। জলিল সাহেবের ভাষায় এই সরকারের পতনের জন্যে 'শয়তানের সাথে বসতেও রাজি আছি'।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার আগের দু'একদিনের ঘটনা পর্যালোচনা করলে এই কথা আরও পরিষ্কার হয়। যেমন ভারতীয় হাই কমিশনারের বিরোধী দলীয় নেত্রীর বাসভবনে গমন, সাংবাদিক সম্মেলনে রাখা হাসিনার বক্তব্য : 'যে সরকার কিবরিয়া সাহেবের নিরাপত্তা দিতে পারে না, সে সরকার কি করে বিদেশী সরকার প্রধানদের নিরাপত্তা দেবে' উক্তি, সম্মেলন বাতিল হওয়ার পর বয়োবৃদ্ধ রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একচেটিয়া দাবীদার গোষ্ঠীর শিরোমণি জনাব আব্দুস সামাদ আজাদের অভিনন্দন, ইত্যাদি প্রমাণ করে এই সর্বনাশা কাজের বড় অংশীদার আওয়ামী লীগ। তাই আজ বহির্জগতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে অবনমিত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের। এদের মুখে দেশপ্রেমের কথা, গণতন্ত্রের কথা, জনগণের কথা ভূতের মুখে রাম রাম বৈ কি।

এছাড়া আওয়ামী লীগের মুখপাত্র বলে খ্যাত জনকণ্ঠের মতে, কিবরিয়া সাহেবের মৃত্যু আওয়ামী লীগের উত্তাপহীন ঢিলেঢালা হরতালের আন্দোলনে জীবন এসেছে, প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। এতে মনে হয়, আওয়ামী লীগ বা এর কিছু লোক বিদেশী কোন গোয়েন্দা সংস্থার যোগসাজশে মুসলিম জগতের তৃতীয় গণতান্ত্রিক দেশের সরকারকে অকার্যকর করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এতে অদূরদর্শী আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করতে পারে তারা বিএনপি সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করবে। তবে এটা তাদের দিবা স্বপ্ন, আসল ফায়দা লুটবে বিদেশী শক্তি, মুসলমানদের শত্রুরা। আজকাল মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো

করার জন্য শত্রুরা উঠেপড়ে লেগেছে। কারণ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার সফল হলে মুসলমানদের শত্রুদের স্বার্থ আদায় হবে না। বর্তমানে শত্রুদের পলিসি হল : মুসলিম দেশে গণতন্ত্র হলে তাকে বিফল কর, তারপর গণতন্ত্র নেই বলে অপবাদ দিয়ে ফায়দা লুট। মেধাবান, রুচিশীল, খ্যাতিবান কিবরিয়া সেই ষড়যন্ত্রেরই 'ইনোসেন্ট ভিকটিম'। বড় দুর্ভাগ্য, মরহুমের স্ত্রী, পুত্র-পরিবার এই সহজ সরল কথাটি বুঝতে পারছেন বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের যে কোন হত্যাকাণ্ডের হোক না সে আওয়ামী লীগ আমলে বা বর্তমান বিএনপি আমলে, সুষ্ঠু রিপোর্ট নিয়ে বিচার করা হয়নি। আমাদের দেশের কথা বাদ দিলেও পৃথিবীর বহু উন্নত দেশেও অনেক হত্যাকাণ্ডের সন্তোষজনক সমাধান করতে পারেনি। প্রেসিডেন্ট কেনেডির কথাই ধরুন না কেন? দেশের জনগণের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন, তার কথায় একটু বিশ্বাস করুন। কিবরিয়া সাহেবের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরপরই প্রধানমন্ত্রীর শোক ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতে আপনাদের বাসায় যাওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে আপনারা একবার দেশবাসীর সহানুভূতি হারিয়েছেন। আবার সার্ক সম্মেলন বাতিল করার প্রস্তাব দিয়ে নিজেদেরকে দেশের শত্রু পর্যায়ে পরিণত করেছেন। এরপর যদি এই নিয়ে বেশী পলিটিক্স করেন, নেত্রী হওয়ার চেষ্টা করেন তবে মনে রাখবেন জাহানারা ইমামের কথা, নেত্রী হওয়ার খায়েসকে আওয়ামী লীগ নেত্রী কিভাবে তার পায়ের নীচের মাটি সরিয়ে নিয়েছিলেন মতিউর রহমান নান্টুর 'আমার ফাঁসি চাই' বইটি পড়ে দেখার অনুরোধ করি। না হলে একদিকে যেমন প্রথিতযশা, মৃদুভাষী, সুশীল, ভদ্র, মরহুম কিবরিয়ার সুনামে দাগ লাগাবেন অন্যদিকে নিজেরাও দেশের ক্ষতির কারণ হবেন।

☐ লেখক : প্রবাসী কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক